

জুলাই-ডিসেম্বর
২০১০



মুদ্রানীতি ঘোষণাপত্র

জুলাই ১৯, ২০১০

মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট

বাংলাদেশ ব্যাংক

মুদ্রানীতি ঘোষণাপত্র (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০)

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

সূচনা : বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্ধবার্ষিক মুদ্রানীতি ঘোষণাপত্র (MPS) এই দশম ইস্যুটিতে অর্থবর্ষ ১১ এর প্রথমার্ধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি ভংগী ঘোষিত হয়েছে, যা মূল্য পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি দ্রুততর অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য মোচনে সরকারের বিবিধমুখী উদ্যোগগুলোয় সমর্থন যোগাবার লক্ষ্যে প্রণীত। পূর্বেকার ইস্যুটির মত MPS এর এই ইস্যুটির প্রণয়নেও স্বনামখ্যাত প্রবীণ বিশেষজ্ঞবর্গসহ সংশ্লিষ্ট stakeholder group গুলোর সংগে পরামর্শ সভাগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া গেছে। এছাড়া গভর্নর মহোদয়ের সভাপতিত্বে ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা ও মনিটরী পলিসি বিভাগের জ্যেষ্ঠদের সমন্বয়ে গঠিত একটি নবসৃষ্ট অভ্যন্তরীণ Monetary Policy Committee (MPC) এপ্রিল ২০১০ থেকে মাসিক সভায় মুদ্রানীতি বিষয়ক পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ ও প্রাসংগিক বিষয়গুলোয় brainstorming দ্বারা মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নতুন গভীরতা এনেছে।

মুদ্রানীতি ভংগীর আগাম ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের এবং সাধারণ জনগোষ্ঠীর মনে মূল্যাস্থিতির সম্ভাব্য গতিধারার প্রত্যাশা (inflation expectation) সুনির্দিষ্ট করা। মুদ্রানীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশদ বিশ্লেষণমূলক গবেষণা সাধারণ পাঠকদের জন্য প্রণীত এই MPS এ প্রকাশিত হয় না, সেগুলো মনিটরী পলিসি রিভিউ এর বিভিন্ন সংখ্যায় বা পলিসি নোট ও সাময়িকপত্র আকারে প্রকাশ করা হয়।

মূলধন খাতে বিধিনিষেধ বজায় রাখা অন্যান্য উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে ব্যবহৃত মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনা কৌশল ও হতিয়ারগুলোর অনুরূপ কৌশল ও হতিয়ারগুলো বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মূলধন খাত বিধিনিষেধ বিদ্যমান অবস্থায় মুদ্রা যোগানের মাত্রা ভিত্তিক মুদ্রানীতি কৌশলগুলো প্রযোজ্য থাকে, নীতি নির্দেশক সুদহারগুলোয় (বাংলাদেশে রেপো, রিভার্স রেপো সুদহার) পরিবর্তন আনা ছাড়াও মুদ্রা যোগানের ধারা কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি পথে রাখার লক্ষ্যে নগদ জমা ও তারল্য সংরক্ষণের (CRR, SLR) বাধ্যতামূলক মাত্রাগুলোয় সময় সময় পরিবর্তন আনা হয়ে থাকে।

প্রবৃদ্ধি পরিস্থিতি, নিকট মেয়াদী সম্ভাবনা : সামগ্রিকভাবে অনুকূল আবহাওয়া ও সময়েচিত প্রাপ্তিভাবে উপকরণাদি ও অর্থায়ন যোগান নিশ্চিতকরণে কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্রিয়তার সূত্রে কৃষি খাতে উৎপাদন কার্যক্রম অর্থবর্ষ ১০ এ জোরালো ছিল, যে সূত্রে এই খাতে পূর্ববর্তী অর্থবর্ষের ৪.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে অর্থবর্ষ ১০ এ ৪.৩৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি কৃষি মন্ত্রণালয় প্রাক্কলন করেছে। শিল্প খাতে অর্থবর্ষ ১০ এর প্রবৃদ্ধির সরকারী প্রাক্কলন ৬.৪২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবর্ষে এখাতে ৬.৪৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির চেয়ে সামান্য কম হলেও গ্যাস ও বিদ্যুৎ যোগানে অপ্রতুলতাজনিত উৎপাদন বিঘ্ন ও রপ্তানি খাতে প্রত্যাশার চেয়ে মন্ত্র প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সন্তোষজনক। সেবা খাতে অর্থবর্ষ ১০ এর জন্য সরকারী প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন ৬.৫৯ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবর্ষে যা ছিল ৬.৩২ শতাংশ।

ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগে ঋণ যোগান বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সমর্থনপুষ্ট কার্যক্রম এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা চাপা রাখার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সম্প্রসারণ সেবা খাতে বর্ধিত প্রবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। অর্থবর্ষ ১০ এ সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির সরকারী প্রাক্কলন ৬.০৯ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবর্ষের ৫.৮৮ শতাংশের বিপরীতে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন এখনো পাওয়া যায়নি; জ্বালানী যোগানের অভাবে উৎপাদন কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হবার এবং মন্ত্র রপ্তানি প্রবৃদ্ধির সূত্রে দেশজ উৎপাদনে সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি অর্থবর্ষ ১০ এ পূর্বঘোষিত ৬.০০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিছুটা কম হয়ে থাকতে পারে বলে অনেক পর্যবেক্ষক মনে করে থাকেন।

অর্থবর্ষ ১১ এর জন্য জাতীয় বাজেটে ঘোষিত দেশজ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৬.৭০ শতাংশ; যার অর্জন কৃষির জন্য অনুকূল আবহাওয়া, উদীয়মান অর্থনীতিগুলোসহ নতুন নতুন বাজারে রপ্তানি দ্বারা দ্রুততর রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, এবং বিদ্যুৎ ও গ্যাসের যোগানে উল্লেখযোগ্য বড়োমাত্রায় জরুরী উৎপাদন প্রবৃদ্ধি সাপেক্ষ হবে।

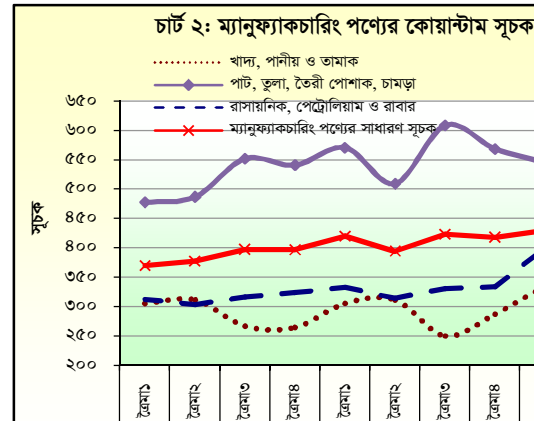
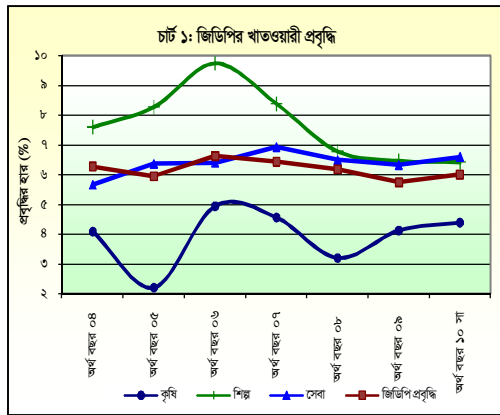
মূল্য পরিস্থিতি, নিকট মেয়াদী সম্ভাবনা : দেশে point to point বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি মার্চ ২০১০ থেকে কমে আসতে থাকলেও দেশে ১২ মাস গড় ভিত্তিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি এপ্রিল ১০ এ ৬.৫১ শতাংশ দাঁড়ায় যা ঐ অর্থবর্ষের শেষের জন্য ৬.৫০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। আইএমএফ এর জুলাই ১০ WEO আপডেটে ২০১০ ও ২০১১ সনে বিশ্ব মূল্যস্ফীতি পরিমিত থাকবে বলে প্রক্ষেপিত হয়েছে, বাংলাদেশের অর্থবর্ষ ১১ এর জাতীয় বাজেটে গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ৬.৫০ শতাংশে পরিমিত রাখার লক্ষ্য উল্লেখ রয়েছে।

অর্থবর্ষ ১১ এর প্রথমার্ধের জন্য মুদ্রানীতি ভংগী : অর্থবর্ষ ১১ তে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি জোরদারকরণে সহায়তার জন্য মুদ্রানীতির প্রবৃদ্ধি সহায়ক ভংগী বজায় থাকবে, মূল্যস্ফীতি চাপের বিষয়ে সতর্কতা সমেত। আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তি প্রসারের বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগের অংশ হিসাবে কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও অন্যান্য উৎপাদনমুখী খাতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন যোগান বজায় রাখার কার্যক্রম জোরদার থাকবে; পাশাপাশি অপচয়ী ভোগ এবং অনুৎপাদনশীল ফটকাবাজারী বিনিয়োগের প্রসার নিরুৎসাহিত রাখা হবে। এতদনুসারে অর্থবর্ষ ১১ এর জন্য মনিটারী প্রোগ্রাম প্রণীত হয়েছে, দেশজ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির জাতীয় বাজেটে উল্লিখিত মাত্রার ভিত্তিতে। নীতি নির্দেশক সুদহার/সিআরআর/এসএলআর এর প্রয়োজনমফিক পরিবর্তন দ্বারা তারল্য ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ব্যাংক সক্রিয় থাকবে। বৈদেশিক রেমিট্যান্স প্রাপ্তি প্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট তারল্যস্ফীতি ও টাকার উর্ধ্বমূল্যায়ন চাপ বিনিয়োগ কার্যক্রম জোরদার হবার এবং প্রবাসে কর্মরতদের রেমিট্যান্স ও আমদানির প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিক trend পর্যায়ে ফিরে আসার সূত্রে প্রশমিত হবে। সার্বিকভাবে দেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্য পরিচালনার ওপর নিরন্তর নজর রাখছে। এজন্য সরকারী ও বেসরকারী উভয়খাতের ব্যাংকগুলোই এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের একই ভিত্তির, একই মাপকাঠির নজরদারী ও তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

মুদ্রানীতি প্রেক্ষাপট, ফলাফল ও নিকট মেয়াদী সম্ভাবনা

১. একনজরে অর্থবর্ষ ১০ এ সামষ্টিক অর্থনীতি ও মুদ্রানীতি কার্যক্রমের গতিধারা : মন্দা অবস্থা থেকে অনিশ্চয়তা বিহীন পথে বিশ্ব অর্থনীতির ক্রমউত্তরণের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ অর্থনীতির অর্থবর্ষ ১০ (জুলাই ০৯-জুন ১০) এর যাত্রা শুরু হয় পূর্ববর্তী ০৮ ও ০৯ অর্থবর্ষের ৬.৯৯ ও ৫.৮৮ শতাংশ দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধির ধারায় ; কিন্তু সনাতন পশ্চিমা বাজারগুলোয় দূর্বল হতে থাকা রপ্তানি চাহিদা, নতুন বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে মন্থরতা, ও প্রবাসে কর্মরতদের ক্রমবর্ধমান রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহের মন্থর সদ্যবহারজনিত উচ্চতারণ্য স্ফীতি নিয়ে । অর্থবর্ষ ১০ এর প্রথমার্ধে নাগাদ রপ্তানি ও নতুন বিনিয়োগ কর্মকাণ্ড জোরদার হওয়া প্রত্যাশিত ছিল, এজন্য মূল্যস্ফীতি চাপের বিষয়টি সতর্ক নজরে রেখে মুদ্রানীতি প্রবৃদ্ধি সহায়ক ভঙ্গীতে বজায় রাখা হয়। অভ্যন্তরীণ চাহিদা চাপা রাখার লক্ষ্যে দরিদ্র ও অনটন ঝুঁকিগ্রস্তদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণ করা হয়; কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগ এর মত অপরিপূর্ণ আর্থিক সেবা পাওয়া উৎপাদনমুখী খাতগুলোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা সমর্থিত জোরালো ঋণ যোগান কার্যক্রম নেয়া হয় । এসব উদ্যোগের সূত্রে জোরদার হওয়া অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে অর্থবর্ষ ০৯ থেকে পাওয়া তারল্যস্ফীতির সদ্যবহার হয়ে অর্থবর্ষ ১০ এ দেশজ উৎপাদনে ৬.০ শতাংশ প্রকৃত প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশিত ছিল; গড়বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশে পরিমিত রেখে ।

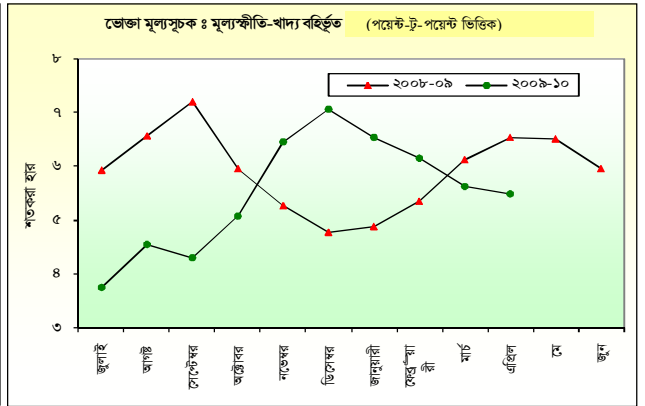
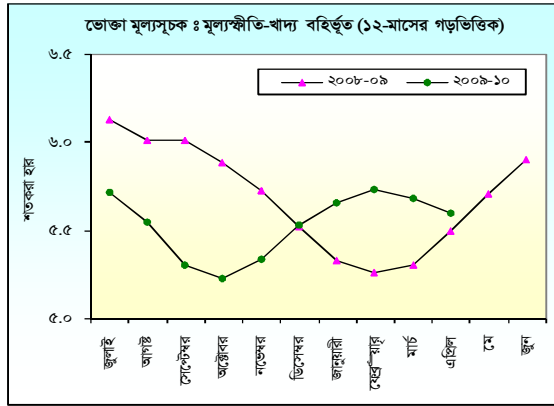
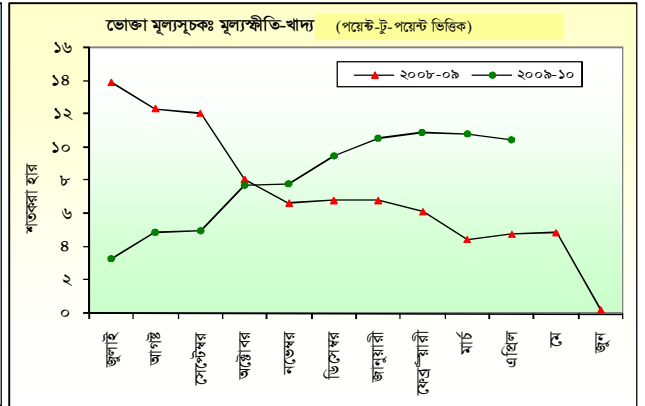
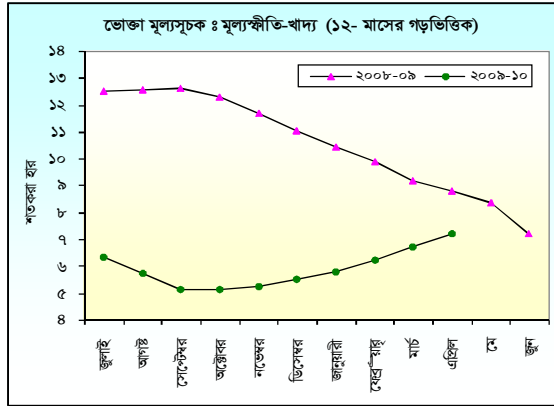
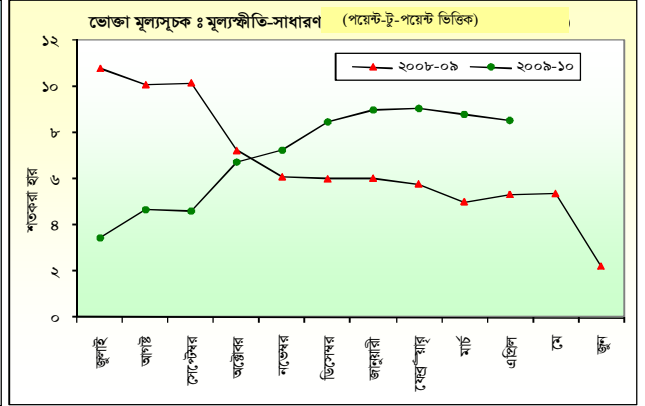
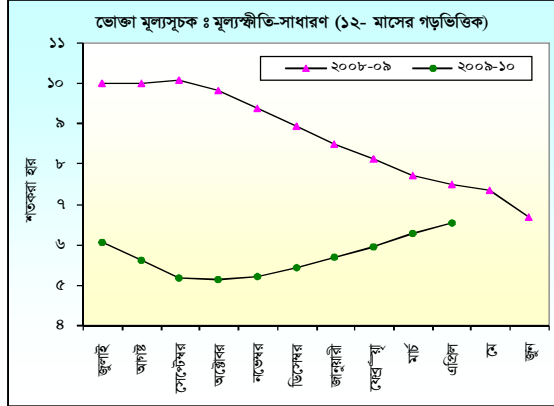
অর্থবর্ষ ১০ এ অর্থনীতি প্রত্যাশিত ধারাতেই অগ্রসর হয় কিন্তু রপ্তানি, নতুন বিনিয়োগ ও পণ্য উৎপাদনে গতিসঞ্চার প্রত্যাশার চেয়ে বিলম্বিত ও মন্থরতর থাকে । অর্থবর্ষব্যাপী রপ্তানির ক্রমপ্রবৃদ্ধি ঘটলেও পারস্পরিক মাসগুলোর নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি থেকে উত্তরণে চতুর্থ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত সময় লাগে, যে জন্য অর্থবর্ষ ১০ এ রপ্তানি প্রবৃদ্ধির শতকরা হার ক্ষুদ্রতর একক অংক মাত্রায় সীমিত থাকবে । অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের মধ্যেই শিল্পখাতে মেয়াদী ঋণ ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি ঋণপত্র স্থাপনায় জোরালো প্রবৃদ্ধি ঘটে; কিন্তু বিদ্যুৎ ও গ্যাস যোগানে অপ্রতুলতার কারণে মূলধনী যন্ত্রপাতির প্রকৃত আমদানি বিলম্বিত হয়, চালু উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ সদ্যবহারও এ কারণে বিঘ্ন ঘটে । সামগ্রিকভাবে অনুকূল আবহাওয়া এবং উপকরনাদি ও অর্থায়নের পর্যাপ্ত সময়োচিত যোগানের বিষয়ে কৃষি মন্ত্রনালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের জোরালো উদ্যোগের সূত্রে কৃষি খাতে উৎপাদন কার্যক্রম জোরালো থাকে । অর্থবর্ষ ১০ এ দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধির বিষয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত প্রাক্কলন এখনো পাওয়া যায়নি; তবে সরকারী প্রাথমিক প্রাক্কলন মোতাবেক প্রবৃদ্ধি জোরদার করার বিবিধমুখী সুসমন্বিত কার্যক্রমের সূত্রে দেশজ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি অর্থবর্ষ ১০ এর জন্য ৬.০০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা বস্তুতঃই অর্জিত হয়েছে; তবে বেসরকারী পর্যবেক্ষক মহলের অনেকের ধারণা যে প্রত্যাশার চেয়ে মন্থর রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ ও শিল্প পণ্য উৎপাদন কার্যক্রমে গ্যাস ও বিদ্যুৎ যোগানে ঘাটতিজনিত বিঘ্নের কারণে অর্জিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.০০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা থেকে কিছুটা কম হয়ে থাকতে পারে ।



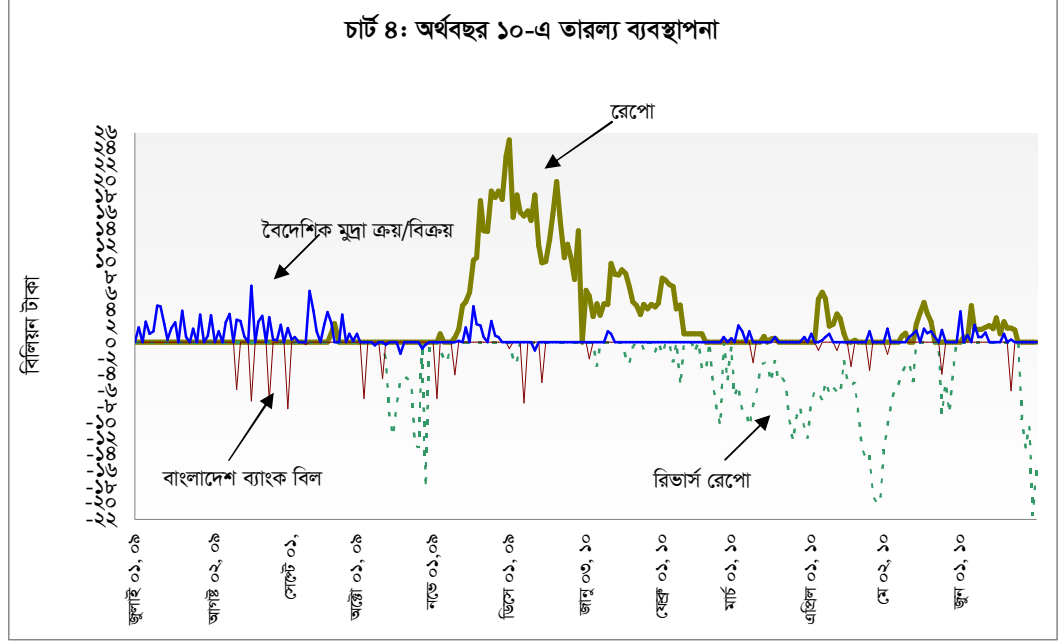
অর্থবর্ষ ১০ এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক থেকে ভোক্তা মূল্যস্ফীতি উর্ধ্বমুখী থাকে; খাদ্যশস্যের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে, বিশেষতঃ প্রতিবেশী ভারতের বাজারে চড়া থাকার সূত্রে বাংলাদেশে point to point ভোক্তা মূল্যস্ফীতির খাদ্যপণ্য অংশটি দুই অংক পর্যায়ে দাঁড়ায়। অর্থবর্ষ ১০ এর শেষ মাথায় বিশ্ববাজারে খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যের মূল্যস্ফীতি চাপ প্রশমিত হয়েছে, প্রতিবেশী ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সেদেশে মূল্যস্ফীতি কমাবার বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে point to point বার্ষিক খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত পণ্যাদির ভোক্তা মূল্যস্ফীতিও মার্চ ২০১০ থেকে নিম্নগামী হয়েছে; কিন্তু ১২ মাস গড় ভোক্তা মূল্যস্ফীতি এপ্রিল ১০ এ অর্থবর্ষের জন্য ৬.৫০ শতাংশ উর্ধ্বসীমাটি অতিক্রম করে ৬.৫১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

চার্ট: ৩ মূল্যস্ফীতির গতিধারা

(ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-৯৬=১০০)



বেসরকারী খাতে ঋণ ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি ঋণপত্র স্থাপনায় প্রবৃদ্ধির সূত্রে অর্থবর্ষ ১০ এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের মধ্যেই দেশের আর্থিক বাজারে তারল্য যোগান প্রায় স্বাভাবিক মাত্রায় নেমে আসে (তফসিলি ব্যাংকগুলোর বাংলাদেশ ব্যাংকের চলতি হিসাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকা স্থিতি জুন ০৯ শেষের টাকা ৯৮.৯ বিলিয়ন থেকে নভেম্বর ০৯ শেষে টাকা ৩১.১ বিলিয়নে দাঁড়ায়। কিন্তু গ্যাস ও বিদ্যুৎ যোগানের অভাবে উদ্যোক্তারা মূলধনী যন্ত্রপাতির প্রকৃত আমদানি বিলম্বিত করে, বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহারেও একই কারণে বিঘ্ন ঘটে। অন্যদিকে প্রবাসে কর্মরতদের ক্রমবর্ধমান রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ ও ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ হ্রাসের (উচ্চতর রাজস্ব আয় ও বৈদেশিক অর্থায়নের সূত্রে) ফলে বাজারে তারল্য যোগান আবারও স্ফীত হতে থাকে, জুন ১০ অন্তে তফসিলি ব্যাংকগুলোর অতিরিক্ত তারল্য স্থিতি দাঁড়ায় টাকা ৫৮.৮ বিলিয়নে।



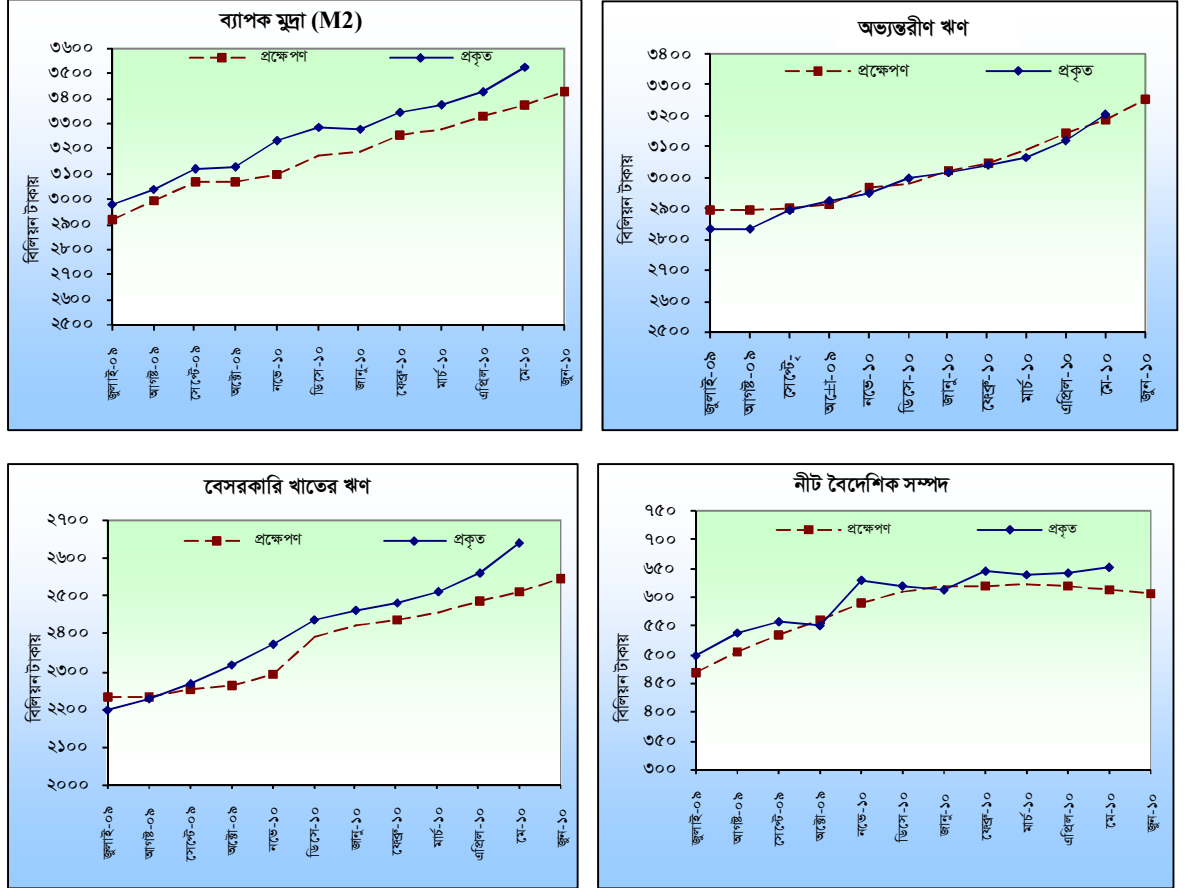
ঘোষিত মুদ্রানীতি ভংগী মোতাবেক অর্থবর্ষ ১০ এ মুদ্রানীতি কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হয় লঘুতর আঙুলে, কঠোর হাতে নয়; যাতে উৎপাদন, রপ্তানি ও নতুন বিনিয়োগে গতিশীলতা পুনরুদ্ধার বিঘ্নিত না হয়। রপ্তানি প্রতিযোগিতামূলক রাখার স্বার্থে টাকা সামান্য অবমূল্যায়িত রাখার জন্য বাজার থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মার্কিন ডলার ক্রয়ের সূত্রে বাজারে প্রবৃদ্ধি তারল্যের অংশমাত্র রিভার্স রেপো নিলাম দ্বারা পুনঃশোষণ করা হয়। অর্থবর্ষ ১০ এ বাংলাদেশ ব্যাংকের তারল্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমগুলো চার্ট-৪ এ চিত্রিত হয়েছে, এ থেকে পশ্চাত দৃষ্টির সুবিধা লব্ধ পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংকের রেপো কার্যক্রমে (প্রধানতঃ সরকারী সিকিউরিটিজ এর প্রাইমারী ডিলার) ব্যাংকগুলোর পাওয়া তারল্য আনুকূল্য কোন কোন সময় মাত্রাতিরিক্ত ছিল বলে প্রতীয়মান হতে পারে।

প্রবৃদ্ধির জন্য অগ্রাধিকারভুক্ত খাতগুলোয় ঋণ যোগানের সমর্থনে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রমে নিহিত মূল্যস্ফীতি ঝুঁকি সম্পর্কে কোন কোন মহলের উদ্বেগ শোনা যায়। পুনঃঅর্থায়ন যোগানের সাকল্য স্থিতি অর্থবর্ষ ১০ এর মে পর্যন্ত ১১ মাসে টাকা ২.৮ বিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়ে টাকা ৭১.৬ বিলিয়নে দাঁড়ায়। অভ্যন্তরীণ ঋণের টাকা ৩.৩ ট্রিলিয়নের বেশী স্থিতির বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম সূত্রের টাকা ২.৮ বিলিয়ন এই নীট তারল্য যোগান বৃদ্ধি অনুল্লেক্ষ্য মাত্রার।

প্রত্যক্ষ তারল্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পাশাপাশি ব্যাংকগুলোর মূলধনের শতকরা হারে ওপেন এক্সচেঞ্জ পজিশনের মাত্রা বৃদ্ধি করা হয়, যাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে বিক্রির প্রয়োজন দাঁড়ানো ধারণ সীমা অতিক্রান্ত বৈদেশিক মুদ্রা স্থিতির পরিমাণ হ্রাস পায়। অর্থনীতিতে ঋণ যোগানের প্রবাহ খাতওয়ারী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করা হয়। কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগের মতো উৎপাদনমুখী খাতগুলোর জন্য ঋণ কার্যক্রমে সমর্থন যোগানো হয়; অন্যদিকে অনুৎপাদনশীল আড়ম্বর, ভোগ ও ফটকাবাজারী কার্যক্রমে ঋণ যোগানের প্রবৃদ্ধি নিরুৎসাহিত করা হয়। মূলধন বাজারে ব্যাংকগুলোর ভূমিকার ওপর নজরদারী জোরদার করা হয়, স্থাবর সম্পত্তি বাজারের overheated অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যাংকের জন্য জমি ক্রয় এবং জমি ক্রয়ের জন্য গ্রাহকদের ব্যাংক ঋণ যোগানের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। শিল্পখাতে

উৎপাদন কার্যক্রমে জোরালো গতিশীলতা পরিষ্কৃত না হওয়া সত্ত্বেও মে ২০১০ পর্যন্ত অর্থবর্ষ ১০ এর প্রথম দশ মাসে আমদানির বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার মাত্র ২.৮২ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও এই সময়কালে বেসরকারী খাতে ঋণ যোগানে উচ্চ ২২.২৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে (তবে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির কারণে অভ্যন্তরীণ ঋণের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি ১৬.০৩ শতাংশে পরিমিত থাকে)।

চার্ট ৫: মুদ্রার চলকসমূহের গতিধারা



সারণী: ১: মুদ্রার চলকসমূহ (বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন)

	অর্থবছর ০৯	সেপ্টেম্বর: ০৯	ডিসেম্বর: ০৯	মার্চ ১০	মে ১০	জুন ১০ (প্রক্ষেপণ)	জুন ১১ (প্রক্ষেপণ)
১. নেট বৈদেশিক সম্পদ	২৭.২	৪৯.৭	৭৮.৭	৭০	৫১.৩	৩৪.৬	৪.২
২. নেট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৭.৮	১১.৬	১২.২	১৩.৭	১৭.৯	১৫.৮	১৭.৬
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৫.৯	১২.৪	১৩.৭	১৩.৬	১৬.১	১৮.৪	১৭.৯
রাজস্ব ঋণ (সরকারি খাত সহ)	২০.৩	৮.২	-৫.১	-৬.৯	-৫.৯	৯.৪	২৫.৩
বেসরকারি খাতের ঋণ	১৪.৬	১৩.৭	১৯.২	১৯.৫	২২.৩	২১.১	১৬
৩. ব্যাপক মুদ্রা	১৯.২	১৬.৯	২০.৭	২১.৩	২২.৯	১৮.৮	১৫.২
৪. রিজার্ভ মুদ্রা	৩১.৯	২৪.৩	১৮.৭	১৯.৬	২৫.২	১৭.১	১৩.০

ভোক্তা ঋণের প্রবৃদ্ধি অর্থবর্ষ ১০ এর প্রথম তিন ত্রৈমাসিকে শতকরা হারে একক অংক মাত্রায় থাকে, মোট আগামের শতাংশ হারে ভোক্তাঋণের আকারও এই সময়কালে হ্রাস পেয়েছে। মুদ্রানীতির বিষয়ে stakeholder মহলগুলোর সংগে পরামর্শ সভায় আলোচনায় প্রকাশ পায় যে বিদ্যুৎ ও গ্যাস যোগানের অপ্রতুলতায় উৎপাদন বিঘ্নিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোয় নগদ প্রাপ্তি প্রবাহ হ্রাস পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মচারী বেতন ভাতাদিসহ বিভিন্ন fixed overhead ব্যয় নির্বাহে ব্যাংক ঋণের অর্থ ব্যবহারে বাধ্য হচ্ছেন। খাদ্য বহির্ভূত পণ্যাদির ভোক্তা মূল্যস্ফীতি অর্থবর্ষ ১০ এ নগরাঞ্চলগুলোর চেয়ে পল্লী অঞ্চলগুলোয় উচ্চতর দাঁড়ায়, এতে প্রতীয়মান হয় যে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগ ঋণের পল্লী অঞ্চলে যাওয়া বর্ধিত যোগান অংশতঃ ভোগ্যপণ্য সংগ্রহে ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে। নগরাঞ্চলগুলোয় বেসরকারী খাতে ঋণের যোগানের কিছু অংশও অনুরূপভাবে ভোগ্যপণ্য সংগ্রহে বা মূলধন ও স্থাবর সম্পত্তি বাজারে ফটকাবাজারী লাভের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে (স্থাবর সম্পত্তি বাজারে ব্যাংকঋণ থেকে এ ধরনের বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা তুলনামূলকভাবে কম, কারণ স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগে অর্জিত মূলধনী লাভ ঋণের কিস্তি শোধের জন্য তাৎক্ষণিক বিক্রয় দ্বারা নগদায়ন সহজ নয়)। বর্ণিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ঘোষিত খাতে উত্তোলিত ব্যাংক ঋণের প্রকৃত সদ্যব্যহারের চিত্র সরেজমিনে নমুনা জরীপ দ্বারা স্পষ্ট করার উদ্যোগ বাঞ্ছনীয় হবে। উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের জন্য উত্তোলিত ঋণের অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহারের এ ধরনের প্রবণতাজনিত মূল্যস্ফীতি চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে monetary base সংকোচনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক মে ২০১০ এর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তফসিলি ব্যাংকগুলোর নগদ জমা ও তরল সম্পদ রক্ষণের বাধ্যতামূলক হারগুলোয় (CRR, SLR) ০.৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট মাত্রায় বৃদ্ধি করেছে। ঋণ যোগানের ওপর এর প্রভাব জুন ২০১০ এর আর্থিক জরীপে (আগস্ট ২০১০ এর দ্বিতীয় সপ্তাহে লভ্য) প্রতিফলিত হবে।

২. অর্থবর্ষ ১১ এর সম্ভাব্য পরিস্থিতি :

(ক) প্রবৃদ্ধি : ২০১০ এর প্রথমার্ধে বিশ্ব উৎপাদন প্রবৃদ্ধির গতিধারার আলোকে আইএমএফ এর জুলাই ১০ WEO আপডেটে বৈশ্বিক উৎপাদনে ২০১০ সনে প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ আগেকার ৪.২ শতাংশ থেকে ৪.৬ শতাংশে বৃদ্ধি করেছে, তবে বিশ্ব আর্থিক খাতের দুর্বলতাজনিত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের কিছু দেশের উচ্চ বাজেট ঘাটতির বিষয়ে আর্থিক বাজারের অস্বস্তিজনিত বর্ধিত ঝুঁকিও উল্লেখ করা হয়েছে। ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের জন্য নিম্নতর প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও উদীয়মান বাজার অর্থনীতিগুলোর ২০১০ এর প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১১ এর জন্য সার্বিক বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ অপরিবর্তিত রাখলেও ইউরো অঞ্চল, জাপান, যুক্তরাজ্য, কানাডা এবং চীনসহ কিছু উদীয়মান অর্থনীতির জন্য হ্রাস করে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়াসহ সাবেক CIS দেশগুলো, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সরকারের অর্থবর্ষ ১১ (জুলাই ১০-জুন ১১) এর জন্য জাতীয় বাজেটে দেশজ উৎপাদনে ৬.৭ শতাংশ প্রকৃত প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করে তা অর্জনের জন্য বিবিধমুখী কার্যক্রম ও ব্যয় বরাদ্দ ঘোষিত হয়েছে। দারিদ্র্যমোচন ত্বরান্বিত করার উচ্চ গুরুত্বের বিবেচনায় এই প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য উচ্চাভিলাষী মনে করা যায় না; কিন্তু প্রবৃদ্ধি হার এই মাত্রায় উন্নীতকরণে সাফল্য নির্ভর করবে সবদিক দিয়ে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির ওপর। কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে দ্রুততর প্রবৃদ্ধির জন্য আশু প্রয়োজন বিশেষত বিদ্যুৎ ও গ্যাস যোগানে ঘাটতি নিরসনে সাফল্য, এবং রপ্তানিমুখী পোষাক খাতে চলমান শ্রমিক অসন্তোষের ত্বরিত সুরাহা। ২০১০ সনের মধ্যে ১৬৪৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৪টি কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবে চালু করা গেলে দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জন সুগমতর প্রতীয়মান হবে। রপ্তানিমুখী পোষাকখাতে নিম্নতম মজুরীহার পল্লী অঞ্চলে শ্রমের মজুরীর বর্তমান হারের চেয়ে অনেক কম দাঁড়ানোয় মজুরীহারে আশুবৃদ্ধি জরুরী; শ্রমিকদের যৌক্তিক জীবনমানের জন্য বাংলাদেশে মজুরী প্রসঙ্গে বাংলাদেশের তৈরী পোষাকের উন্নত দেশগুলোয় ক্রেতামহল গুলোয় উদ্বিগ্ন নিরসনের জন্যও বিষয়টি জরুরী। পণ্য ও জনশক্তি রপ্তানির প্রবৃদ্ধি কৌশল প্রণয়নে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন মাত্রার বিষয়ে WEO এর পূর্বোল্লিখিত প্রক্ষেপণগুলো বিবেচনায় রাখা দরকার হবে। পশ্চিমা বাজারগুলোয় বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রে ভোক্তাঋণ নির্ভর চাহিদা মন্দা পূর্ববর্তী পর্যায়ে ফিরে আসা সময়সাপেক্ষ হবে; কিন্তু এর প্রতিপূরণে উদীয়মান এশীয় অর্থনীতিগুলোর সংগে অনুকূল শর্তের বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ জোরদার করে এতদঞ্চলে বর্ধিষ্ণু চাহিদা পূরণে রপ্তানি বৃদ্ধি সম্ভব।

দেশজ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মুদ্রানীতির প্রবৃদ্ধি সহায়ক ভূমিকা বজায় রাখাও প্রয়োজন হবে। মুদ্রানীতি প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলগুলোর সংগে পরামর্শ সভার আলোচনায় পাওয়া একটি মত এই ছিল যে মুদ্রানীতি চাহিদা পরিমিত রাখায় যতোটা কার্যকর যোগান প্রবৃদ্ধি উৎসাহিত করায় ততোটা কার্যকর নয়। বাজার ব্যবস্থা সুবিকশিত, সুপরিণত এমন উন্নত দেশগুলোর বেলা এই মতটি সঠিক হতে পারে, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিকাশমান অসম্পূর্ণ বাজার ব্যবস্থায় মুদ্রা ও ঋণ নীতির সুবিবেচিত প্রয়োগ দ্বারা বিভিন্ন খাতে উৎপাদনমুখী উদ্যোগগুলো কার্যকরভাবে উৎসাহিত করার অবকাশ রয়েছে।

বিশেষতঃ অপর্থাপ্ত আর্থিক সেবা পাওয়া খাতগুলোর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (financial inclusion) জোরদার করে যোগান ও চাহিদা উভয়দিকে প্রবৃদ্ধি উৎসাহিত করা সম্ভব; সহায়ক মুদ্রানীতি ভংগী অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন ধরনের অর্থায়ন প্রয়োজন মেটাবার জন্য আর্থিক বাজারে নতুন নতুন মাত্রা সৃষ্টি ও গভীরতা অর্জন সহজতর করে। এমনকি প্রবৃদ্ধি স্থবির হয়ে আসা উন্নত অর্থনীতিগুলোর জন্যও এখন আইএমএফ উভয়দিকে সাড়া সচেতন প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রানীতি ভংগী দরকার বলে সুপারিশ করছে।

(খ) মূল্যস্ফীতি : খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত পণ্যাদির মূল্য বিশ্ববাজারে ২০১০ এর শুরুতে উর্ধ্বগামী থাকলেও মে ২০১০ এর দিক থেকে প্রশমিত হয়েছে; IMF এর জুলাই WEO আপডেটে জ্বালানী তেলের বিশ্ববাজার মূল্যের প্রক্ষেপণ ২০১০ এর জন্য ব্যারেল প্রতি ৭৭.৫ থেকে ৭৫.৩ মার্কিন ডলারে এবং ২০১১ এর জন্য ব্যারেল প্রতি ৮৩.০ থেকে ৮০.০ মার্কিন ডলারে নামিয়ে এনেছে। কয়েকটি উন্নত দেশে মন্দাভাবের আশংকার প্রেক্ষিতে উন্নত দেশগুলোয় মূল্যস্ফীতির ২০১০ এর জন্য প্রক্ষেপণ ১.৫ থেকে ১.৪ শতাংশে এবং ২০১১ এর জন্য প্রক্ষেপণ ১.৪ থেকে ১.৩ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশগুলোয় উচ্চতর উৎপাদন প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলনের সূত্রে এগুলোয় ২০১০ ও ২০১১ সনের জন্য মূল্যস্ফীতি প্রক্ষেপণ পূর্ববর্তী ৬.২ ও ৪.৭ শতাংশ থেকে ৬.৩ ও ৫.০ শতাংশে বাড়ানো হয়েছে। বিশ্ববাজারে মূল্যস্ফীতি চাপ এভাবে প্রশমিত থাকলে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ মূল্যস্ফীতির ওপর বাইরের প্রভাব কমই থাকবে। তবে বৈধ ও অবৈধ বাণিজ্য সূত্রে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির ওপর প্রভাবক ভারতীয় উচ্চ দুই অংকের বর্তমান মূল্যস্ফীতি একটি উদ্বেগ উৎস; অবশ্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এই মূল্যস্ফীতি নামিয়ে আনার জোরদার প্রয়াস নিয়েছে।

বাংলাদেশে গ্যাস, জ্বালানী তেল ও বিদ্যুতের ভোক্তা পর্যায়ের মূল্যের প্রত্যাশিত উর্ধ্বমুখী সংশোধন অভ্যন্তরীণ ভোক্তা মূল্যস্ফীতির ওপর একটি বিশেষ উল্লেখ্য সম্ভাব্য প্রভাব। বিদ্যুৎ যোগান আশুবৃদ্ধির প্রয়োজনে ব্যয়বহুল কুইক রেন্টাল বিকল্পের অবলম্বন বাজেটের ভর্তুকী দায় পরিমিত রাখার জন্য বিদ্যুতের ভোক্তামূল্য বৃদ্ধি জরুরী করেছে। নিম্নআয়ের গৃহস্থালীর জন্য ব্যয়ভার সহনীয় রাখার এবং কৃষি ও শিল্প খাতে উৎপাদন কার্যক্রম প্রতিযোগিতামূলক রাখার জন্য এসব খাতে ব্যবহৃত বিদ্যুতের মূল্যে ভর্তুকী বজায় রেখে স্বচ্ছলদের গৃহস্থালী ব্যবহারের এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমে ব্যবহারের বিদ্যুতের মূল্যে ভর্তুকী প্রত্যাহার এমনকি প্রযোজ্যক্ষেত্রে অতিরিক্ত মুনাফা মার্জিন ধরে মূল্য ধার্য করা যথাযথ হবে। অর্থবর্ষ ১০ এ অভ্যন্তরীণ মূল্যস্ফীতির ওপর আরেকটি প্রভাব আসবে তৈরী পোষাক খাতে শ্রমিকদের উচ্চতর মজুরী দাবীর মতো মজুরী বৃদ্ধি চাপগুলো থেকে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেটনীর সম্প্রসারণের সূত্রে বর্ধিত সরকারী ব্যয় এবং আর্থিক সেবার অন্তর্ভুক্তি জোরদারকারার কার্যক্রম সূত্রে গ্রামাঞ্চলে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ খণ্ডের অংশবিশেষ ভোগ্যপণ্যের জন্য ব্যবহার প্রবণতার সূত্রেও অভ্যন্তরীণ মূল্যস্ফীতির ওপর প্রভাব আসবে। এসব অভ্যন্তরীণ প্রভাব থেকে মূল্যস্ফীতি চাপ পরিমিত রাখার জন্য মুদ্রানীতির তারল্য ব্যবস্থা কার্যক্রম সক্রিয় রাখা দরকার হবে। প্রবাসে কর্মরতদের সূত্রের রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধিহার সাম্প্রতিক মাসগুলোয় মন্তরতর হয়ে স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে আসছে; বাজারে বিদ্যমান তারল্যস্ফীতি উৎপাদনমুখী নতুন বিনিয়োগ গতিশীল হলে মূলধনী যন্ত্রপাতির বর্ধিত আমদানিতে সদ্ব্যবহার হবে এবং এই তারল্য ফটকাবাজারী কার্যক্রমে ব্যবহারের আশংকা নিরসন হবে।

সামগ্রিকভাবে বড়োখরণের অপ্ৰত্যাশিত প্রাকৃতিক বা সামাজিক বিপর্যয় না আসলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্রিয় মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ মূল্যস্ফীতি চাপ সহনীয় থাকবে এবং গড়বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি অর্থবর্ষ ১১ এর জাতীয় বাজেটে প্রক্ষেপিত ৬.৫ শতাংশ মাত্রার মধ্যে রাখা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশিত। তেমন বড়ো নয় এমন মাত্রার ভোক্তা মূল্যস্ফীতির বৃদ্ধিও (বিশেষতঃ খাদ্যপণ্য মূল্যস্ফীতির বৃদ্ধি) এর সামষ্টিক অর্থনৈতিক তাৎপর্যের চেয়ে বেশী মাত্রায় উদ্বেগ সৃষ্টি করে, কারণ মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি সূত্রের বর্ধিত মুনাফা যায় বিত্তশালীদের কাছে আর এর কারণে জীবনধারণের প্রতিকূলতাগুলো যায় বিত্তহীনদের কাছে। এ কারণে পাইকারী ও খুচরা বাজারগুলোর এবং সরবরাহ চেইনগুলোর কার্যক্রমের সুষ্ঠুতার বিষয়ে সরকারের নজরদারী জোরালো থাকা প্রয়োজন হবে; খাদ্যশস্যের বাজারমূল্যে আকস্মিক উচ্চবৃদ্ধির পরিস্থিতিতে সরকারী মওজুদ থেকে ভর্তুকীমূল্যে নিম্নআয়ের ভোক্তাদের কাছে বিক্রির ব্যবস্থাও দরকার হবে। খাদ্য নিরাপত্তার বাফার ষ্টক গড়ার জন্য অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে বড় ধরনের সরকারী সংগ্রহ প্রয়াস বাজার মূল্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, এজন্য আন্তর্জাতিক বাজার থেকে সশ্রীমূল্যের বিকল্প খাদ্য পণ্য আমদানি (গম এখন বাইরের বাজারে চালের চেয়ে অনেক সশ্রীমূল্যের বিকল্প) অধিকতর সুবিধাজনক হতে পারে।

(গ) সরকারী রাজস্ব খাত : অর্থবর্ষ ১১ এর জাতীয় বাজেটে সরকারী ব্যয় ১৯.৬ শতাংশ বেড়ে টাকা ১৩২১.৭ বিলিয়নে দাঁড়াবে প্রাক্কলিত হয়েছে, এর মধ্যে উন্নয়ন ব্যয়ের অংকে ৩৪.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে টাকা ৪২৭.৭ বিলিয়ন দাঁড়াবে ধরা হয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবর্ষে মোট ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়ে ২৫.৫ ও ৪৭.২ শতাংশ বৃদ্ধির তথ্যের আলোকে অর্থবর্ষ ১১ এর জন্য ধার্য ব্যয় লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনযোগ্য প্রতীয়মান হয়।

রাজস্ব আয়ে অর্থবর্ষ ১১ এর জন্য প্রাক্কলিত ১৬.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবর্ষের ২৫.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তথ্যের বা চলতি অর্থবর্ষের জন্য দেশজ উৎপাদনে ১৩.২ (=৬.৭+৬.৫) শতাংশ নমিনাল প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলনের আলোকে অর্জনযোগ্য প্রতীয়মান হয়। অর্থবর্ষ ১১তে আয়কর বাবদ আয়ে উচ্চ ২৬.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধিলক্ষ্য ধরা হলেও সামগ্রিক রাজস্ব আয়ে এই Progressive কর খাতটির অংশ এক তৃতীয়াংশের কম; মূল্য সংযোজন কর ও আমদানি শুল্কের মতো Regressive কর খাতগুলোই এখনো রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ যোগাচ্ছে।

অর্থবর্ষ ১১ এর জাতীয় বাজেটের খাতওয়ারী ব্যয় বরাদ্দগুলো প্রশংসনীয় মাত্রায় অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্যমোচন সহায়ক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। মোট ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ সামাজিক অবকাঠামো খাতের জন্য বরাদ্দ রয়েছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ মানব উন্নয়ন খাতগুলোর জন্য একচতুর্থাংশ সমেত। দরিদ্র ও বিপন্ন ঝুঁকিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সামাজিক ক্ষমতায়ন কার্যক্রমের জন্য ব্যয় বরাদ্দ ১২.৭ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। মোট রাজস্ব ব্যয়ের ৩০.৪ শতাংশ ভৌত অবকাঠামোর জন্য বরাদ্দে উৎপাদন প্রবৃদ্ধির প্রতিবন্ধক অবকাঠামো অপতুলতাগুলো দূরীকরণে আরোপিত গুরুত্বের প্রতিফলন হয়েছে। সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণের জন্য অর্থবর্ষ ১১ এর টাকা ১৩২.২ বিলিয়ন বরাদ্দ প্রাক্কলিত মোট রাজস্ব আয়ের ১৩.৭ শতাংশ; সরকারের অনেক বৃহত্তর অংকের (প্রধানতঃ রেয়াতী শর্তে) বৈদেশিক ঋণের ওপর সূদ ব্যয় এর এক দশমাংশের মতো মাত্র।

অর্থবর্ষ ১০ ও ১১ এর বাজেটে ঘাটতির প্রাক্কলন জিডিপির যথাক্রমে ৪.৫ ও ৫.০ শতাংশ; চূড়ান্ত হিসাবে প্রকৃত অবস্থা আগেকার মতো জিডিপির চার শতাংশের কম মাত্রারও দাঁড়াতে পারে, উন্নয়ন খাতে প্রকৃত ব্যয় প্রাক্কলনের চেয়ে কম থাকার অতীত প্রবণতার অনুরূপভাবে। তবে সরকারী ব্যয়ের জন্য ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ অর্থবর্ষ ১১ এর বাজেটে প্রাক্কলিত টাকা ১৫৬.৮ বিলিয়ন দাঁড়ালেও পূর্ববর্তী বছর থেকে বাজারে থাকা টাকা ৫৮.৮ বিলিয়ন তারল্যক্ষীতি বেসরকারী খাতের ঋণের যোগানে অপতুলতার আশংকা প্রশমিত রাখবে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এমুহূর্তে প্রয়োজন নতুন বিনিয়োগে বলিষ্ঠ প্রবৃদ্ধি তা সরকারী বেসরকারী যে সূত্রেরই হোক না কেন।

অনেক পশ্চিমা উন্নত দেশেরও দ্রুত প্রবৃদ্ধিশীল বৃহৎ প্রতিবেশী দেশের বিপুল সরকারী ঋণভারের সহনীয়তার বিষয়ে উদ্বেগের মতো সমস্যা বাংলাদেশে সরকারী ব্যয় খাতে এখন নেই, তবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন non-financial প্রতিষ্ঠানগুলোর (SOE) ঋণভারে অর্থবর্ষ ১০ এর ১৯.০ শতাংশ বৃদ্ধির বিষয়টি সময়োচিত মনোযোগের দাবী রাখে। বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতার অভাবে দীর্ঘকাল বন্ধ থাকা কিছু SOE সাম্প্রতিক অতীতে পুনরায় সক্রিয় করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তবানুগ viable business plan থাকার বিষয়ে এবং এগুলোর উৎপাদন কার্যক্রমের ভৌত (physical) ও আর্থিক ফলাফলের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর চাপ প্রয়োজন হবে, অন্যথায় প্রতিষ্ঠানগুলো আবারও আগেকার মতো সরকারী বাজেটের জন্য এবং সরকারীখাতে ব্যাংকগুলোর জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

(ঘ) বহিঃখাত : অর্থবর্ষ ১০ এর মে পর্যন্ত প্রথম দশ মাসে আমদানি ও রপ্তানির বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার ছিল যথাক্রমে ২.৮ ও ২.৫ শতাংশ, তবে বার্ষিক ভিত্তিতে প্রবৃদ্ধির এই নিম্ন মাত্রা অংকগুলোর আড়ালে রয়েছে অর্থবর্ষের প্রারম্ভিক মাসগুলোর নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি থেকে অবিচ্ছিন্ন ক্রমোন্নতি ধারা। বাণিজ্য ঘাটতি অর্থবর্ষ ১০ এর প্রথম দশ মাসে ক্রমাগত সংকুচিত হতে থাকলেও মে ২০১০ এ জোরালো আমদানি প্রবৃদ্ধির সূত্রে আবার বেড়ে যায়। প্রবাসে কর্মরতদের রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহে ক্রমবৃদ্ধির সূত্রে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত ও অর্থবর্ষ ১০ এ ক্রমবর্ধমান থাকে।

অর্থবর্ষ ১১ তে আমদানি ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হার শতাংশ হিসাবে দুই অংকের ঘরে ফিরবে বলে প্রত্যাশিত। প্রবাসে কর্মরতদের রেমিট্যান্স প্রবাহে প্রবৃদ্ধির সাম্প্রতিক অতীতের উচ্চহার ক্রমহ্রাস পেয়ে শতাংশ হারে নিম্নতর দুই অংকের trend হার পর্যায়ে ফিরে আসছে, এ কারণে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ প্রবৃদ্ধির হারেও হ্রাস ঘটবে। টাকার অতিমূল্যায়ন রোধের প্রয়োজনে বাজার থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অন্তঃপ্রবাহ বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বারা ক্রয়ের আবশ্যিকতা এভাবে হ্রাস পাবে, যাতে টাকা তারল্য বৃদ্ধিজনিত মূল্যক্ষীতি চাপ প্রশমিত হবে। অর্থবর্ষ ১০ এ বাজার থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ছিল মার্কিন ডলার ২.১ বিলিয়ন। এই মাত্রার ক্রয় দ্বারা টাকার ওপর অতিমূল্যায়ন চাপ সম্পূর্ণ নিরসন হয়নি, টাকার মূল্যমানের প্রতিযোগিতা সামর্থ্যকুশনের (প্রকৃত ও অভিহিত বিনিময় হারের ব্যবধান) পুরুত্ব এখন আগের তুলনায় অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগে বৈদেশিক ইকুয়িটি ও সরকারী ঋণ/অনুদান আকর্ষনে সরকারী প্রয়াসে সাফল্যের সূত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) ও সরকারী উন্নয়ন সহায়তা (ODA) বাবদ মূলধনী অন্তঃপ্রবাহ অর্থবর্ষ ১১তে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বহিঃখাতে উপরে আলোচিত বিভিন্ন চলতি ও মূলধনী খাতে লেনদেন জোরদার হওয়াই হবে উদ্বৃত্ত টাকা তারল্য ভারের সুষ্ঠু নিরসনের প্রধান মাধ্যম। বহিঃখাত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভীষ্টগুলোর মধ্যে থাকবে টাকার বিনিময় হারের পরিবর্তনশীলতা ও প্রতিযোগিতা সামর্থ্য বজায় রাখা, বাজারে অস্থিতিশীলতা বা বিনিময় হারের অত্যধিক

অস্থিরতার (Volatility) প্রবণতা বোধ, এবং বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ক্রমবৃদ্ধি দ্বারা অর্থনীতির বহিঃখাতের সামর্থ্য আরও সুসংহত করা। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ এখনো সমতুল্য অন্যান্য দেশের রিজার্ভের অংকের চেয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেকটা কম।

(ঙ) মুদ্রা ও আর্থিক নীতি, অর্থবর্ষ ১১ এর জন্য মুদ্রানীতি ভংগী : অর্থবর্ষ ১১ তে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি কার্যক্রম আগের মতোই মূল্যস্ফীতির স্থিতিশীলতা ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রয়াসে সহায়তার যুগল লক্ষ্যে পরিচালিত হবে। মুদ্রা ও ঋণ নীতির প্রবৃদ্ধি সহায়ক কার্যক্রমগুলো সুনির্দিষ্টভাবে উৎপাদনশীল অগ্রাধিকারভুক্ত খাতগুলোর জন্য প্রণীত হবে; এবং এসব কার্যক্রমের সূত্রে অর্থায়ন যোগান থেকে মূল্যস্ফীতি চাপ উত্তরের সম্ভাবনা নিরবচ্ছিন্ন নজরদারীতে রেখে সনাক্ত ও প্রতিকার করা হবে। কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও অন্যবিধ পরিবেশ বান্ধব প্রকল্পের মতো খাতগুলোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সমর্থিত অর্থায়ন কার্যক্রম সক্রিয় থাকবে। ঋণ যোগান অনুৎপাদনশীল ও ফটকাবাজারী খাতে ব্যবহারের প্রসার নিরুৎসাহিত করার নজরদারী জোরদার রাখা হবে। চলতি আয় সংস্থান নির্ভর ভোগ এবং পর্যাপ্ত মালিকানাধীন (ইকুয়িটি) নির্ভর বিনিয়োগের প্রবণতা সামাজিক দৃষ্টিতে সুসংহত করার বিষয়ে সুশীল সমাজের জনমত নেতৃত্বের (opinion leaders) সক্রিয় উদ্যোগ অপচয়ী ভোগ ও বিনাশ্রম ফটকাবাজারীর প্রবণতা দমনে বড়ো ভূমিকা রাখতে পারে।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলোর আলোচনায় ইতোমধ্যেই উল্লেখ রয়েছে যে উচ্চমাত্রার বৈদেশিক অন্তঃপ্রবাহ সূত্রে অভ্যন্তরীণ বাজারে মুদ্রা যোগানের দ্রুত স্ফীতির পর্যায়টি এখন সমাপ্তির মুখে; প্রবাসে কর্মরতদের রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহের সাম্প্রতিক অতীতের উচ্চ প্রবৃদ্ধি ক্রম প্রশমিত হয়ে এখন স্বাভাবিক trend level এ নেমে আসছে। নতুন বিনিয়োগ কার্যক্রমে বিশেষতঃ জ্বালানী খাতে বিনিয়োগ কার্যক্রমে প্রত্যাশিত গতিশীলতা অর্থবর্ষ ১১ এর প্রথমার্ধের মধ্যেই বাজারে বিদ্যমান অতিরিক্ত তারল্যের সদ্ব্যবহার সম্পন্ন করার কথা।

মার্চ ২০১০ থেকে point to point ভোক্তা মূল্যস্ফীতি কমে থাকার আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পলিসি এনালিসিস ইউনিটে linear extrapolation ভিত্তিক পূর্বাভাসে অর্থবর্ষ ১১ তে বার্ষিক গড় ভোক্তা মূল্যস্ফীতি জাতীয় বাজেটে প্রক্ষেপিত ৬.৫০ শতাংশ মাত্রার কাছাকাছি থাকার সম্ভাব্যতা সমন্বিত হয়; এপ্রিল ২০১০ এ এই গড় ৬.৫১ শতাংশে দাঁড়ানো সত্ত্বেও।

ওপরের আলোচনায় উল্লিখিত প্রত্যাশাগুলোর (assumptions) ভিত্তিতে অর্থবর্ষ ১১ এর জন্য প্রণীত মনিটারী প্রোগ্রাম এর মুদ্রা ও ঋণ প্রবাহের প্রধান লক্ষ্যমাত্রাগুলো ৬ পৃষ্ঠায় ১নং সারণীর শেষ কলামে দেখা যেতে পারে। এই লক্ষ্যমাত্রাগুলোয় অর্থনীতির অভিহিত (nominal) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার সংগে সংগতিপূর্ণ মুদ্রা/ঋণসংস্থান সংকুলানের পাশাপাশি মানিটাইজেশনে প্রবৃদ্ধির (মুদ্রার আয়গতির পরিবর্তন) জন্যও সংকুলান রেখেছে। কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসহ অগ্রাধিকারভুক্ত খাতগুলোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন অর্থবর্ষ ১১ এর মনিটারী প্রোগ্রামের আওতার মধ্যে পরিচালিত হবে।

বাজারে চাহিদা চাপ পরিমিত রাখার জন্য মনিটারী প্রোগ্রামের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের তারল্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অর্থবর্ষ ১১ তে সক্রিয় থাকবে। কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য উত্তোলিত ব্যাংক ঋণ বস্তুতঃ ভোগ্যপণ্য সংগ্রহ বা ফটকাবাজারী বাজারে বিনিয়োগের প্রবণতার অবস্থার সুস্পষ্ট চিত্রের জন্য ব্যাংক ঋণের প্রকৃত ব্যবহার সম্পর্কে সরেজমিনে নমুনা জরিপের ব্যবস্থা নেয়া হবে। ব্যাপক মুদ্রা (M2) ও অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধারার আলোকে নীতি নির্দেশক সূদহার (রেপো, রিভার্স রেপো সূদহার) গুলোর পরিবর্তন ছাড়াও monetary base এর সংকোচন বা প্রসারের জন্য তফসিলি ব্যাংকগুলোর বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ স্থিতি সংরক্ষণ হার ও তারল্য সম্পদ সংরক্ষণ হারে (CRR, SLR) প্রয়োজনমতো পরিবর্তন আনা হবে। ঋণের সূদহার হ্রাস উদ্যোক্তা পক্ষগুলোর একটি প্রায়শঃ উত্থাপিত অনুরোধ। সূদহার কাঠামো সঞ্চয়কারী, বিনিয়োগকারী এবং ঋণ ও মূলধন বাজারে বহুবিধ পক্ষের পরস্পর বিপরীতমুখী স্বার্থের জটিল সমন্বয় মিথস্ক্রিয়ায় উদ্ভূত। সূদহার কাঠামোর বিষয়ে তদারকী কর্তৃপক্ষের বাধ্যতামূলক নির্দেশনা ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনীয় মাত্রায় পরিমিত থাকা বাঞ্ছনীয়, এতদতিরিক্ত হস্তক্ষেপ মুদ্রানীতির transmission channel গুলোর কার্যকারিতা বিঘ্নিত করে মুদ্রানীতির কার্যকারীতাও ক্ষুণ্ণ করবে।

ব্যাংক ঋণের সূদহারে উচ্চমাত্রার intermediation margin সম্পর্কে অভিযোগও প্রায়শঃ শোনা যায়; কিন্তু বাংলাদেশের ঋণ বাজারে intermediation margin তুলনীয় অন্যান্য দেশে বিরাজমান intermediation margin এর বিবেচনায় অস্বাভাবিক উচ্চ নয়। দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকগুলোয় এই মার্জিন বেশ কম, কিছু কিছু বেসরকারী ব্যাংকের ইন্টারমেডিয়েশন মার্জিনও বেশ কম মাত্রার। বিদেশী ব্যাংকের বাংলাদেশ শাখাগুলোয় এবং ভোক্তা ঋণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ঋণে বড়ো ভূমিকা নেয়া ক্ষুদ্রতর আকারের দেশী বেসরকারী ব্যাংকগুলোয় এই মার্জিন অনেকটা বেশী। ব্যাংকগুলোর আমানত ও আগাম ভিত্তির ক্রমপ্রসারের সংগে ইন্টারমেডিয়েশন মার্জিনগুলোর ক্রমহ্রাস হওয়া উচিত, সংকীর্ণতর মার্জিন বাবদ আয় হ্রাসের প্রতিপূরণ

বৃহত্তর বিনিয়োগ ভিত্তি থেকে বর্ধিত আয় দ্বারা পর্যাপ্তভাবেই হবার কথা। এসব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংকগুলোর ইন্টারমেডিয়েশন গতি প্রকৃতির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ নিবিড় নজরদারী বজায় রেখেছে।

অর্থনীতির প্রকৃত খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রা ও ঋণ নীতি কার্যক্রমের প্রভাব সঞ্চয়ের মূল মাধ্যম দেশের ব্যাংকিং খাত, এই খাতের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্কার কার্যক্রম সে কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্রিয় পরিবীক্ষণে রয়েছে। আশুস্ত হবার বিষয় এই যে ২০০৯ সনে আইএমএফ এর FSAP আপডেট মিশনের মূল্যায়ন ও Stress testing এ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের স্বাস্থ্যবান অবস্থা প্রতিবেদিত হয়েছে। ২০১০ থেকে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের মূলধন পর্যাপ্ততার বিষয়ে ব্যাসেল-২ ব্যবস্থাটি প্রবর্তনের পর বিশ্ব আর্থিক খাতে বিধিব্যবস্থাদির চলমান সংশোধন উদ্যোগ থেকে পাওয়া মূলধন, তারল্য সম্পদের গুণগত মান ও প্রতিশনিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিধিমালা পরিবর্তনের জন্য সুপারিশগুলোর আলোকে দেশে বিদ্যমান ব্যবস্থাদি বিশদভাবে পর্যালোচিত হচ্ছে। ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি গ্রস্ততার (vulnerabilities) অবস্থা স্পষ্ট করে early warning ব্যবস্থা হিসাবে সব ব্যাংকে নিয়মিত Stress testing কার্যক্রম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী উভয়খাতের ব্যাংকগুলোই এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের একই ভিত্তির, একই মাপকাঠির নজরদারী ও তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

৩. **সমাপনী পর্যবেক্ষণ :** উপরের অনুচ্ছেদগুলোয় রূপরেখা দেয়া অর্থবর্ষ ১১ এর মুদ্রানীতিভঙ্গী অর্থনীতিকে দ্রুততর অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্যমোচনে অগ্রগতির ধারায় স্থাপনার পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রণীত। প্রবৃদ্ধি ও মূল্য পরিস্থিতির স্থিতিশীলতার বিষয়ে বিভিন্ন ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলোয় আলোচিত হয়েছে। অর্থবর্ষের প্রথমার্ধের ফলাফলের আলোকে জানুয়ারি ২০১১ এর শুরুতে দ্বিতীয়ার্ধের জন্য মুদ্রানীতিভঙ্গী প্রণীত হবে; কিন্তু অন্তর্বর্তী সময়কালেও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে উদ্ভূত প্রয়োজনের আলোকে মুদ্রানীতি কার্যক্রমে পরিবর্তন আনা হবে। সব পরিস্থিতিতেই বাংলাদেশ ব্যাংক উৎপাদনশীল খাতগুলোর প্রয়োজনীয় অর্থায়ন যোগান নিশ্চিত রাখবে এবং মুদ্রা ও ঋণ বাজারের কার্যক্রম সুষ্ঠু স্থিতিশীল রাখার সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ নেবে। সার্বিকভাবে দেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্য পরিচালনার ওপর নিরন্তর নজর রাখছে।

সংযোজনী-১

ভোজ্য মূল্যসূচকঃ মূল্যস্ফীতি (জাতীয়, গ্রামীণ এবং শহর পর্যায়ে)

ভিত্তি বছর : ১৯৯৫-৯৬ = ১০০

ভোজ্য মূল্যসূচকঃ মূল্যস্ফীতি (জাতীয় পর্যায়ে)						
সময়	১২- মাসের গড়ভিত্তিক			পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক		
	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য-বহির্ভূত	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য-বহির্ভূত
২০০৯-২০১০ ^{সা}						
জুলাই	৬.০৪	৬.৩১	৫.৭২	৩.৪৬	৩.৩৪	৩.৭৪
আগস্ট	৫.৬০	৫.৭২	৫.৫৫	৪.৬৯	৪.৯৩	৪.৫৪
সেপ্টেম্বর	৫.১৫	৫.১৫	৫.৩০	৪.৬০	৪.৯৮	৪.২৮
অক্টোবর	৫.১১	৫.১৪	৫.২৩	৬.৭১	৭.৭৮	৫.০৭
নভেম্বর	৫.২১	৫.২৫	৫.৩৩	৭.২৪	৭.৮৪	৬.৪৪
ডিসেম্বর	৫.৪২	৫.৪৮	৫.৫৩	৮.৫১	৯.৫০	৭.০৪
জানুয়ারী	৫.৬৭	৫.৮০	৫.৬৬	৮.৯৯	১০.৫৬	৬.৫৩
ফেব্রুয়ারী	৫.৯৫	৬.২০	৫.৭৩	৯.০৬	১০.৯৩	৬.১৪
মার্চ	৬.২৬	৬.৭১	৫.৬৮	৮.৭৮	১০.৮০	৫.৬০
এপ্রিল	৬.৫১	৭.১৭	৫.৬০	৮.৫৪	১০.৪৭	৫.৪৬

ভোজ্য মূল্যসূচকঃ মূল্যস্ফীতি (গ্রামীণ পর্যায়ে)						
সময়	১২- মাসের গড়ভিত্তিক			পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক		
	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য-বহির্ভূত	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য-বহির্ভূত
২০০৯-২০১০ ^{সা}						
জুলাই	৬.১৬	৬.১৯	৬.১০	৩.২১	২.৯৯	৩.৬২
আগস্ট	৬.৬৪	৫.৫২	৫.৮৯	৪.২৫	৪.০৭	৪.৬০
সেপ্টেম্বর	৫.১০	৪.৮৫	৫.৬০	৩.৯৯	৩.৮৩	৪.৩০
অক্টোবর	৫.০৫	৪.৮১	৫.৫২	৬.৬২	৭.২৬	৫.৩৪
নভেম্বর	৫.১০	৪.৮৪	৫.৬০	৬.৮৩	৭.০০	৬.৫১
ডিসেম্বর	৫.২৭	৫.০২	৫.৭৭	৮.২৭	৮.৮২	৭.২০
জানুয়ারী	৫.৪৯	৫.২৮	৫.৮৭	৮.৮১	৯.৯২	৬.৬৫
ফেব্রুয়ারী	৫.৭৩	৫.৬২	৫.৯৩	৮.৯৬	১০.৩৪	৬.৩৫
মার্চ	৬.০৩	৬.১১	৫.৮৮	৮.৮১	১০.৩৫	৫.৮৯
এপ্রিল	৬.৩৩	৬.৬০	৫.৭৯	৮.৭৭	১০.৩৬	৫.৭৯

ভোজ্য মূল্যসূচকঃ মূল্যস্ফীতি (শহর পর্যায়ে)						
সময়	১২- মাসের গড়ভিত্তিক			পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক		
	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য-বহির্ভূত	সাধারণ	খাদ্য	খাদ্য-বহির্ভূত
২০০৯-২০১০ ^{সা}						
জুলাই	৫.৭৬	৬.৬০	৪.৭২	৪.০৯	৪.১৪	৪.০৩
আগস্ট	৫.৫০	৬.১৭	৪.৬৬	৫.৮১	৬.৯২	৪.৩৯
সেপ্টেম্বর	৫.২৬	৫.৮৫	৪.৫৪	৬.১৫	৬.৭৬	৪.২০
অক্টোবর	৫.২৬	৫.৯০	৪.৪৬	৬.৯৬	৯.০০	৪.৩৪
নভেম্বর	৫.৫০	৬.২০	৪.৬৪	৮.২৭	৯.৮৩	৬.২৭
ডিসেম্বর	৫.৮১	৬.৫৬	৪.৮৬	৯.১০	১১.০৮	৬.৬০
জানুয়ারী	৬.১৬	৭.০২	৫.০৮	৯.৪৪	১২.০৭	৬.১৮
ফেব্রুয়ারী	৬.৫১	৭.৫৬	৫.২০	৯.২৯	১২.৩২	৫.৫৭
মার্চ	৬.৮১	৮.১২	৫.১৭	৮.৭০	১১.৮৬	৪.৮৩
এপ্রিল	৬.৯৯	৮.৫১	৫.০৮	৭.৯৫	১০.৭২	৪.৫৬

সা=সাময়িক

সংযোজনী-২

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

	অর্থবছর ২০০৯	অর্থবছর ২০১০ ^স	অর্থবছর ২০১০ ^স	অর্থবছর ২০১০	অর্থবছর ২০১১
	জুলাই - মে	জুলাই - এপ্রিল	জুলাই - মে	প্রক্ষেপণ	
	১		২	৩	৪
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	-৪৭২৬	-৪৫০১	-৪৮৮৫	-৫১৭৭	-৭৩৩৫
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	১৪১৬২	১২৯৬৫	১৪৫১৯	১৬১২৮	১৭৮০৬
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	-১৮৮৮৮	-১৭৪৬৬	-১৯৪০৪	-২১৩০৬	-২৫১৪১
সেবা	-১৫৪৬	-১৪৩৭	-১৫৮৫	-১৯৩৯	-২৯৩০
গ্রহণ	১৬৪৮	১৫৭৮	১৭৪১	২১৫৩	২৩৮৯
প্রদান	-৩১৯৪	-৩০১৫	-৩৩২৬	-৪০৯২	-৫৩১৯
আয়	-১৩২৫	-১০৯৯	-১১৯১	-১৪৭৬	-২০৭৩
গ্রহণ	৯৪	৪৬	৫০	১২৫	১৬৯
প্রদান	-১৪১৯	-১১৪৫	-১২৪১	-১৬০২	-২২৪২
তন্মধ্যে, অফিসিয়াল সুদ পরিশোধ	-২১০	-১৮৪	-১৯৭	-৩০০	-৩৫০
চলতি হস্তান্তর	৯২৭৮	৯৭২৬	১০৬৬৭	১১৭৬০	১৩৪০৬
সরকারি	৬৮	৯২	৯৩	৮৯	১৩১
বেসরকারি	৯২১০	৯৬৩৪	১০৫৭৪	১১৬৭১	১৩২৭৫
তন্মধ্যে, বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	৮৭৭০	৯১৯২	১০০৯৫	১১১৪২	১২৯২৫
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	<u>১৬৮১</u>	<u>২৬৮৯</u>	<u>৩০০৬</u>	<u>৩১৬৭</u>	<u>১০৬৯</u>
মূলধনী হিসাব	৪০৯	২৭৭	২৯১	৫১২	৬০৫
মূলধনী হস্তান্তর	৪০৯	২৭৭	২৯১	৫১২	৬০৫
আর্থিক হিসাব	-৬৪০	-২৯৭	-৫৩১	-৮৪৯	-৮৯৫
ক) সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট)	৯০১	৫৬৪	৬২১	৬৭৭	৭০০
খ) পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	-১২৬	-৭২	-৮৫	-৫০	২০
গ) অন্যান্য বিনিয়োগ	-১৪১৫	-৭৮৯	-১০৬৭	-১৪৭৬	-১৬১৫
ঋণ প্রবাহ (নীট)	৫০০	৮০৫	৮২৫	১০৫৪	১২১৫
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট ব্যতীত) প্রাপ্তি	১০৭৫	১৩৭১	১৪৪৬	১৮০৪	২২১৫
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	-৫৭৫	-৫৬৬	-৬২১	-৭৫০	-১০০০
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নীট)	-৫৯	-১৪২	-১৫২	-৯০	-১২০
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নীট)	-১৪৮	২৪	১৯২	-২৫০	-৩৫০
অন্যান্য মূলধন	-৫৭৭	-৭১১	-৮৩৯	-৭০০	-৮৫০
বাণিজ্য ঋণ (নীট)	-১১২৪	-৬১০	-৮৪৬	-১৩০০	-১৪০০
বাণিজ্যিক ব্যাংক	-৭	-১৫৫	-২৪৭	-১৯০	-১১০
সম্পদ	-৮২	-২২৬	-২৮১	-২৯০	-২০০
দায়	৭৫	৭১	৩৪	১০০	৯০
ভ্রান্তি ও বাদসমূহ	-৫৭	-২৪২	-১০৫	-৫১	-৪২১
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	<u>১৩৯৩</u>	<u>২৪২৭</u>	<u>২৬৬১</u>	<u>২৭৭৯</u>	<u>৩৫৮</u>
রিজার্ভ	-১৩৯৩	-২৪২৭	-২৬৬১	-২৭৭৯	-৩৫৮
বাংলাদেশ ব্যাংক	-১৩৯৩	-২৪২৭	-২৬৬১	-২৭৭৯	-৩৫৮
সম্পদ	-৯৭০	-৩২৮৮	-৩০৬২	-৩২৭৯	-৭৫০
দায়	-৪২৩	৮৬১	৪০১	৫০০	৩৯২